সংবাদ

তারিখ: 26 DEC 2016 পৃষ্ঠা ...

১ জানুয়ারি পাঠ্যবই উৎসব

স্কুল পর্যায়ে পৌঁছেছে মাধ্যমিকে ৯৭, প্রাথমিকে ৮০ শতাংশ বই

নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে একটি বইও যায়নি

রাকিব উদ্দিন

পয়লা জানুয়ারি পাঠ্যবই উৎসবের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৮০ শতাংশ বই উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে প্রাথমিকের একটি বইও পৌছেনি। যদিও এনসিটিবির দাবি- প্রায় ৯৫ শতাংশ বই উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপানো ভারত ও চীনের প্রায় ৩২ লাখ কপি বই বেনাপোল স্থলবন্দর ও চট্টগ্রাম বন্দরে আটকে রয়েছে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য প্রফেসর ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিক গতকাল সংবাদকে জানিয়েছেন।

এবার মোট পাঠ্যবই ছাপানো হচ্ছে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার কপি। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই সারাদেশের মোট চার কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে পাবে চকচকে নতুন বই।

নারায়ণগঞ্জ সদরের বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র সাহা সংবাদকে জানান, 'আমার স্কুলের দু'একটি ছাড়া বাকি সব বিষয়ের সব বই পেয়ে গেছি। এখন চলছে উৎসব পালনের প্রস্তুতি। আমার স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী ১ জানুয়ারি নতুন ও চার রঙের বই পাবে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় প্রাথমিক স্তরের সব শ্রেণীর পাঠ্যবই গতকাল পর্যন্ত সরবরাহ হয়নি। এর মধ্যে লক্ষ্মীপুর

স্কুল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

স্কুল : পর্যায়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও নোয়াখালীতে প্রাথমিক স্তরের একটি বইও পৌছেনি। এই দুই জেলায় ১ জানুয়ারির আগে প্রাথমিক স্তরের বই পৌছানো নিয়ে শঙ্কিত এনসিটিবির কর্মকর্তারা। আর চট্টগ্রামে গতকাল পর্যন্ত সরবরাহ হয়েছে মাত্র ২৩ শতাংশ বই। কিন্তু এসব জেলায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ইতোমধ্যে স্কুল পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। পার্বত্য তিন জেলায়ও সব স্তরের সব বই পৌছেনি।

রাঙ্গামাটির জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ সংবাদকে জানান, তার এলাকার সব স্কুলে প্রায় ৯৮ শতাংশ বই পৌছে গেছে। আর এই জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান জানান, রাঙ্গামাটিতে খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বই ছাড়া সব স্তরের প্রায় ৯২ শতাংশ পাঠ্যবই স্কুল পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। সব স্কুলেই ১ জানুয়ারি উৎসব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) নির্বাচনে শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন করার কারণে ওই জেলায় গত ১৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বই সরবরাহ কার্যক্রম বন্ধ ছিল বলে জানিয়ে ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিক বলেন, 'আগামী দু'একদিনের মধ্যে জেলার সব স্কুলেই বই পৌছে যাবে।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা গতকাল সংবাদকে বলেন, 'এখন পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং প্রাথমিক স্তরের ৯০ ভাগের বেশি বই সারাদেশের স্কুল পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। তবে যেসব জেলায় এখনও সব বই পৌছেনি, সেগুলোতে আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় বই পৌছে যাবে।'

এনসিটিবির এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে বলেন, চীনে ছাপানো বই গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে আটকে রয়েছে। এগুলো বন্দর থেকে ছাড় হলে চট্টগ্রাম বিভাগের সংকট মিটে যাবে। এছাড়া ভারতের দিল্লিতে ছাপানো বই পরিবহনকারী ১৬টি ট্রাকও বাংলাদেশের যশোর সীমান্তে বেনাপোল বন্দরে জ্যামে আটকে রয়েছে।'

ভারত ও চীনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবার প্রায় এক কোটি ৮২ লাখ কপি পাঠ্যবই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছে। এসব বই নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিতরণ করার কথা রয়েছে।

এবার মোট বইয়ের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের ৩২ লাখ ৬২ হাজার ৮৬৪ শিশুর জন্য এক কোটি পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার ৮৩২ কপি বই, প্রাথমিকের দুই কোটি ১৭ লাখ ২১ হাজার ১২৯ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য দশ কোটি ৫২ লাখ ৮৮ হাজার ৩২৭ কপি বই, মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সনসহ) এবং এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের এক কোটি ২০ লাখ ৫৮ হাজার ৩৬৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১৭ কোটি ৬৮ লাখ ৩০ হাজার ৩৬৮ কপি বই এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনালের (ট্রেড বই) দুই লাখ দশ হাজার ৭৭৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৯ লাখ ২১ হাজার ১১০ কপি বই ছাপানো হচ্ছে।

আর ইবতেদায়ি ও দাখিলের ৫৩ লাখ ৫৭ হাজার ২১ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঁচ কোটি ৭১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮৫ কপি বই, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক হাজার ২৩১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৯ হাজার ৭০৩ কপি বই, প্রাথমিকের শিক্ষক নির্দেশিকা ৬০ লাখ এক হাজার ৭২৪ কপি এবং মাধ্যমিকের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ছাপানো হচ্ছে ৪৬ লাখ ৬৬ হাজার ৬৬৪ কপি।

এছাড়াও পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২৪ হাজার ৬৪১ শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৫১ হাজার ৭৮২ কপি বই মুদ্রণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে মারমা, চাকমা, গারো, শার্দ্রে ও ককবরুক সম্প্রদায়ের শিশুরা নিজ নিজ মাতৃভাষার বই পাবে বিনামূল্যে।

পাশাপাশি এবার পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় (শিশুর জন্য) ২৫ হাজার ৫০০টি টিচিং ম্যাটারিয়াল বা শিক্ষা উপকরণ বিশেষ করে ফ্লিপ চার্ট, ফ্ল্যাশ, কার্ড, স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ চার্ট বিনামূল্যে বিতরণ করবে সরকার। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ের কাগজ, বাঁধাই ও কালির মান অতীতের তুলনায় ভালো হচ্ছে জানিয়ে প্রফেসর মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিক বলেন, 'নিঃসন্দেহে এবার বইয়ের মান অন্য বছরের তুলনায় ভালো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বইয়ের মান নিয়ে আমরা কোন অভিযোগ পাইনি। দেশের সব ছাত্রছাত্রী আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের পাঠ্যবই হাতে পাবে।'

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপানো হয় আন্তর্জাতিক দরপত্রে। বাকি বই ছাপা হয় স্থানীয় দরপত্রে। আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপানো বইয়ের কাগজসহ যাবতীয় উপকরণ ছাপাখানার মালিকরাই কিনে। এনসিটিবি কেবল কাগজ ও কালির মান নিয়ন্ত্রণ করে। এনসিটিবি চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭২টি বই বিতরণ করেছিল। এবার প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত মোট বই ছাপানো হচ্ছে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫ কপি। গতবারের চেয়ে এবার বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে দুই কোটি ৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৩টি।